তাঁদের ভাইবোনদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

মুসা (আঃ) এর একজন বোন এবং একজন ভাই-এর কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।
ইউসুফ (আঃ) এর ১১ জন ভাই ছিল। তার মধ্যে ১০ জন বয়সে তাঁর বড় ছিল এবং তারা একজোট ছিল। ইউসুফ (আঃ) এর ছোট ভাই-এর নাম কুরআনে উল্লেখ নেই তবে বানী ইসরাইল বর্ণনা অনুসারে তার নাম বেঞ্জামিন এবং আমাদের মুফাসীরগণ তাকে বেনি আমিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

۝ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ১২:৭ ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে নিশ্চয়ই নিদর্শন রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্যে।

১. ইউসুফ (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়েছিল যাতে করে তাঁর থেকে তারা নিস্কৃতি পেতে পারে।
অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর বোন বাড়ী থেকে বের হলেন যাতে করে তিনি তাঁর ভাইকে উদ্ধার করতে পারেন।
Brother leave home To get rid of him vs Sister leaves home To retrieve him

তারা এতটাই হিংসা করছিল যে আপন ভাইকে হত্যা করার মনোভাব তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত এবং স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। সেটা শুধু একজন নয় ১০ জন ভাই একই মনোভাব পোষণ করছিল। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন-শায়া-আল্লাহ্।
মুসা (আঃ) এর বোন স্বাভাবিক মানবিক আচরনের ধারাবাহিকতায় মাতার নির্দেশে তাঁর ভাইকে উদ্ধারের আশায় বের হয়েছিলেন যেখানে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারত। কারণ ফিরাউন বাহিনী শিশু মুসা-কে হত্যার জন্য খুঁজছিল এবং তাঁর বোন শিশু মুসাকে কীভাবে উদ্ধার করা যার তার প্রচেষ্টায় বাড়ী থেকে বের হয়েছিলেন।

২. ভাইয়েরা পরিত্যাগ করল কিন্তু বোন তা করল না
Brothers abandon vs Sister refuses to abandon
ইউসুফ(আঃ)-এর ভাইরা তাঁকে কুয়ার মধ্যে ফেলে চলে গেল। তার তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। কেউ জানার আগ্রহবোধ করেনি যে কোন কাফেলা তাকে নিয়ে গেল কিনা।

মুসা (আঃ) বোন যখন বুঝতে পারলেন শিশু মুসা ফিরাউনের প্রাসাদে প্রবেশ করেছে, তিনি হতাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন নি। তিনি বাইরে পরবর্তী সংবাদ এবং সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন।

৩. ভাইয়েরা বিচ্ছেদের কারণ হলো কিন্তু বোন পূনর্মিলনে কারণ হলেন
Brothers cause separation vs Sister causes reunion
ভাইদের ষড়যন্ত্রে ইউসুফ (আঃ) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর বোনের বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে শিশু মুসা তাঁর মায়ের কোলে ফিরে এসেছিলেন।

ফলে দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে অতি নিকট আত্নীয় দ্বারা মানুষ কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারে, যা অবশ্যই আল্লাহ্'র তরফ থেকে পরীক্ষা। অন্যদিকে নিকট আত্নীয়রা মানুষের জীবনে সাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে পারে, যা অবশ্যই আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ।

৪. ভাইয়েরা বিশ্বাস/আস্থা ভঙ্গ করল কিন্তু বোন আস্থাকে সমুন্নত রাখল
Brothers violate trust vs Sister upholds trust
ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ছিল। তারা ইউসুফ (আঃ)-এর নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে পরবর্তীতে নিজে হাতে তাঁর ক্ষতি করেছিলে। তারা পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিল: وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ১২:১১ *অথচ নিঃসন্দেহ আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী?*; وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ১২:১২ *আর আমরা তো নিশ্চয়ই তার হেফাজতকারী।''*
অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর বোনের উপর তাঁর মা যতটুকু আস্থা রেখেছিলেন তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী আস্থাশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

৫. ভাইয়েরা বানিয়ে গল্প সাজালো এবং বোনটিও একটি গল্প সাজালো

Brothers tell creative story vs Sister tells creative story

ইউসুফ (আঃ) এর ভাইরা তাঁকে কুয়ায় ফেলে এসে বাবার সামনে একটি গল্প সাজালো যে, বালক ইউসুফ-কে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে, যার আশংকা পিতা ইয়াকুব (আঃ) করছিলেন এবং প্রমাণ সরূপ মিথ্যা রক্তমাখা তাঁর শার্টটি নিয়ে হাজির হয়েছিল (১২:১৬-১৯)। তারা তাদের অপকর্মটি ঢাকার জন্য একটি মিথ্যা গল্প সাজিয়েছিল। কিন্তু ইয়াকুব (আঃ) বিষয়টি পরিস্কার বুঝে বলেছিলেন : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ১২:১৮ *তিনি বললেন -- "না, তোমাদের অন্তর তোমাদের জন্য এই বিষয়টি উদ্ভাবন করেছে*

অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর বোনও একটি গল্প সাজিয়েছিলেন। ফিরাউনের প্রাসাদের কর্মচারীগণ যখন ব্যাকুলভাবে ধাত্রীর খোঁজ করছিল। তখন মুসা (আঃ)-এর বোন প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন এবং তিনি সাথে সাথে নিজের পরিচয় গোপন করে মূলত তাঁর মা'র কথা বলেছিলেন একটি সাজানো গল্পের মাধ্যমে যা বর্ণিত হয়েছে ২৮:১২ আয়াতে:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ ২৮:১২ আর আমরা আগে থেকেই স্তন্যপান তাঁর জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম। তখন সে বললে, "আমি কি আপনাদের এমন কোনো ঘরের লোকের বিষয়ে বলে দেব যারা আপনাদের জন্য তাকে লালন-পালন করতেও পারে, আর তারা এর শুভাকাঙ্খী হবে?''

উক্ত আয়াতে "نَاصِحُونَ শুভাকাঙ্খী " শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা মুসা (আঃ)-এর বোন বলেছিলেন তাঁর পরিবার সম্পর্কে। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন উক্ত পরিবারটি শিশু মুসার জন্য শুভাকাঙ্খী হবে। একই শব্দ ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা ব্যবহার করেছিল যখন তারা তাদের বাবাকে বালক ইউসুফের ব্যাপারে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছিল وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ১২:১১ *অথচ নিঃসন্দেহ আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী?*;
।

উক্ত দুটি সাজানো গল্পের তুলনায় দেখা যায় যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাদের অপকর্ম ঢাকার জন্য একটি মিথ্যা সাজানো গল্প সাজিয়েছিল, যা ইয়াকুব (আঃ) বিশ্বাস করেন নি। অন্যদিকে মুসা (আঃ)-এর বোন তাঁর ভাইকে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর ভাইকে মায়ের কোলে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি গল্প সাজিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে তিনি কোনো মিথ্যা কথা বলেন নি। এবং ফিরাউনের কর্মচারীগণ উক্ত গল্পটি বিশ্বাস করে মুসা-জননীকে শিশু মুসার ধাত্রী হিসেবে তাৎক্ষনিক নিয়োগ দিয়েছিল।

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾ ১২:১১ তারা বলল -- "হে আমাদের আব্বা! তোমার কি হয়েছে যেজন্যে তুমি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস কর না, অথচ নিঃসন্দেহ আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী?

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১২:১৬ আর তারা তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এলো রাত্রিবেলায়। ১৭. তারা বললে -- "হে আমাদের আব্বা! আমরা দৌড়াদেড়ি করে চলেছিলাম, আর ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের আসবাবপত্রের পাশে, তখন নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু তুমি তো আমাদের প্রতি বিশ্বাসকারী হবে না, যদিও আমরা হচ্ছি সত্যবাদী।''১৮. আর তারা এল তাঁর সার্টের উপরে ঝুটা রক্ত নিয়ে। তিনি বললেন -- "না, তোমাদের অন্তর তোমাদের জন্য এই বিষয়টি উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু ধৈর্যধারণই উত্তম। আর আল্লাহ্‌ই সাহায্য কামনার স্থল তোমরা যা বর্ণনা করছ সে-ক্ষেত্রে।''১৯. এদিকে ভ্রমণকারীরা এল এবং তাদের পানিওয়ালাকে পাঠাল, সে তখন তার বালতি নামিয়ে দিল। সে বললে, "কি সুখবর! এ যে একটি ছোকরা!'' অতঃপর তারা তাঁকে লুকিয়ে রাখল পণ্য-দ্রব্যের মতো। আর তারা যা করেছিল সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞাতা।

৬. ভাইয়েরা বাবার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু বোনটি মায়ের আদেশ বিনাবাক্যে প্রতিপালন করেছিল

Brothers talk back vs Sister Obeys quietly

ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাদের বাবার সাথে তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তর্ক করেছিল এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল। অন্যদিক মুসা (আঃ)-এর বোন বিনাবাক্যে আগ্রহের সাথে মায়ের আদেশটি প্রতিপালন করেছিল।

৭. ভাইয়ের কোন ধারণা ছিল না পরবর্তীতে কী ঘটতে যাচ্ছে এবং ফিরাউনও বুঝতে পারনি কীসের যাত্রা শুরু হল

Brother have no clue what's coming vs Pharoh has no clue what's coming

ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা যখন তাঁকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল তখন তার চিন্তাও করতে পারেনি যে একদিন তাদের ইউসুফ (আঃ) এর কাছ ভিক্ষা করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ্ সেটা জানতেন। যখন তারা বালক ইউসুফকে কুয়ায় ফেলল, আল্লাহ্ সাথে সাথে ঔহী করলেন বালক ইউসুফকে (১২:১৫) :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ ১২:১৫

তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং সবাই একমত হল যে তারা তাকে ফেলে দেবে কুয়োর তলায়, তখন আমরা তার কাছে প্রত্যাদেশ দিলাম -- "তুমি তাদের অবশ্যই জানিয়ে দেবে তাদের এই কাজের কথা, আর তারা চিনতেও পারবে না।''

অন্যদিকে ফিরাউনের স্ত্রী শিশু মুসা-কে নদী থেকে তুলে ফিরাউনের কাছে অনুরোধ করল যে, তাকে যেন হত্যা করা না হয় এবং তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যাতে শিশু মুসাকে তাদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা হউক। ফিরাউন অপ্রত্যাশিতভাবে তার স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবতা ছিল, ফিরাউনের আদেশেই সেই সময় বানী ইসরাইল জাতির নবজাতক শিশু পুত্রদের হত্যা কান্ড চলছিল অথচ এই শিশুর ক্ষেত্রে ফিরাউন করুণা প্রদর্শন করেছিল। অথচ ফিরাউন জানে না যে, এই শিশুই একদিন তার পতনের কারণ হবে। তাই এই উক্ত আয়াতের (২৮:৯) শেষে বলা হল "وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - আর তারা বুঝতে পারল না।"। এই একই ফ্রেইজ ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতে (১২:১৫) ব্যবহার করা হয়েছিল।

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ ২৮:৯ "আর ফিরআউনের স্ত্রী বলল -- "এ আমার জন্য ও তোমার জন্য এক চোখ-জোড়ানো আনন্দ! একে কাতল করো না, হতে পারে সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা তাকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করব।'' আর তারা বুঝতে পারল না।''

৮. ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের সতর্ক হতে বলা হয়েছিল কিন্তু মুসা (আঃ)-এর বোনে সেই ধরণে কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

Brothers are told to tread carefully, Sister, doesn't have to be told to tread carefully.

মিশরে রেশন সংগ্রহের জন্য যাবার সময় ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ছেলেদের আলাদাভাবে রাজ দরবারে প্রবেশের মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছিলেন (১২:৬৭), কিন্তু সেটা তাদের তেমন কাজে আসেনি (১২:৬৮)। সেই সফরে তাদের ছোট ভাই বেনি আমিনকে চুরির দায়ে মিশরে রেখে দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে মুসা (আঃ) এর মা তাঁর বোনকে প্রেরণের সময় কোন সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেন নি। কিন্তু তিনি নিজ থেকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে কাংখিত কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

তাঁদের প্রাথমিক জীবনের যাত্রা

Their Very Early Life Journey

১. ইউসুফ (আঃ)-কে একটি কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছিল যেখানে তাঁর ডুবে যাবার ঝুকি ছিল। মুসা (আঃ)-কে একটি নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল সেখানে তাঁর ডুবে যাবার ঝুকি ছিল।

Yusuf was dropped in a well and there was a risk of drowning. Musa was dropped in a river and there was a risk of drowning.
One was dropped in standing water and other is dropped in flowing water.

২ .ইউসুফ (আঃ)-কে স্থির পানিতে ফেলা হয়েছিল এবং আশা করা হচ্ছিল কেউ এসে তাঁকে তুলে নিবে। মুসা (আঃ)-কে প্রবাহমান পানিতে ফেলা হয়েছিলেম, আসা করা হচ্ছিল তিনি কোনো কাংখিত গন্তব্যে পৌছে যাবেন।

In case of Yusuf, someone will come to him and Musa will come to someone.
তাদের তুলে নেয়া সংক্রান্ত একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা কুরআনে অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ১২:১০ ভ্রমণকারীদের কেউ তাকে তুলেও নিতে পারে,

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ২৮:৮ 'তারপর তাঁকে তোলে নিল ফিরআউনের পরিজনবর্গ

৩. জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় অনিশ্চয়তার পর তারা দুইজনই মিশরের রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে তাদের শৈশব কেটেছে এবং যৌবন শুরু হয়েছিল।

Yusuf ends up in Egyptian Palace, Musa ends up in Egyptian palace.

৪. বালক ইউসুফ-কে প্রাথমিক সময়ে একজন প্রভাবশালী পুরুষ মূল সাপোর্ট দিয়েছিলেন। শিশু মুসা-কে সাপোর্ট দিয়েছিলে একজন প্রভাবশালী মহিলা।

Yusuf was initially supported by an influential man. Musa was initially supported by an influential woman.

৫. ইউসুফ (আঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রভাবশালী পুরুষটি তার স্ত্রী-কে তাঁর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থার আদেশ দিয়েছিলেন। মুসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে সেই প্রভাবশালী মহিলা তার স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন।

YUSUF: Husband instructs wife to keep him. MUSA: Wife requests Husband to keep him.

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ১২:২১ আর মিশরীয় যে তাঁকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললে -- "সম্মানজনকভাবে এর থাকবার জায়গা কর,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ২৮:৯ "আর ফিরআউনের স্ত্রী বলল -- "এ আমার জন্য ও তোমার জন্য এক চোখ-জোড়ানো আনন্দ! একে কাতল করো না,

৬. উভয়ের ক্ষেত্রে একই "দুটি অপশন" প্রস্তাবনা করেছিলেন তাঁদের প্রাথমিক পৃষ্ঠপোষকগণ – দাস হিসেবে রাখা অথবা পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা।

For Yusuf: Two options – Service or Adoption, Decision was Service.
For Musa: Two options – Service or Adoption, Decision was Adoption.

ইউসুফ (আঃ)-কে দাস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং মুসা (আঃ)-কে পালক পুত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। ঘটনার প্রবাহ এবং মেজাজ অনুসারে উক্ত দুটি সিদ্ধান্ত উল্টো হবার কথা ছিল।

ধারণা করা হয় যে, মিশরের সেই মন্ত্রী বালক ইউসুফকে ক্রয় করে বাড়িতে আনার সময়ে তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তার স্ত্রীকে বালক ইউসুফের জন্য সম্মানজনক দীঘ মেয়াদী আবাসনের ব্যবস্থা আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি হয়ত চাচ্ছিলেন তাঁর পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি তার স্ত্রীকে বালক ইউসুফের ব্যাপারে দুটি অপশন দিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনার বর্ণনায় বোঝা যায় যে, মন্ত্রীর স্ত্রী বালক ইউসুফকে দাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীতে তাঁর সাথে অসাদাচরণ করেছিল।

অন্যদিকে ফিরাউনের আদেশে বানী ইসরাইলদের নবজাতক পুত্র শিশু হত্যা যজ্ঞ চলছিল। এর মধ্যে বানী ইসরাইল নবজাতক পুত্র মুসা-কে স্ত্রীর অনুরোধে ফিরাউন বড়জোড় দাস হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দিবে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ফিরাউন শিশু মুসাকে রাজপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল।
প্রদত্ত অপশনগুলো একইভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ কাহিনীর ভিলেনদেরকে উক্ত অপশনগুলো দেয়া হয়েছিল।

أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ১২:২১ "সম্মানজনকভাবে এর থাকবার জায়গা কর, হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা তাকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি।''

قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ২৮:৯ "এ আমার জন্য ও তোমার জন্য এক চোখ-জোড়ানো আনন্দ! একে কাতল করো না, হতে পারে সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা তাকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করব।''